বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২৫১১৭২২০১/খুলনা-৮১/২৬২

তারিখ: ১৮ কার্তিক ১৪৩২ / ০৩ নভেম্বর ২০২৫

বিষয় : অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন বেজপাড়া হায়াতুন্নেছা দাখিল মাদ্রাসার ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকার মাধ্যমে পাতানো নির্বাচন করেছেন মর্মে মোঃ মাসুম বিল্লাহ অভিযোগ দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায় অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার ব্যতিরেকে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০১ (এক) পাতা।

৩.১১.২৫

প্রফেসর ছালেহ আহমাদ
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmcb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কয়রা, খুলনা।

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২৫১১৭২২০১/খুলনা-৮১/

তারিখ: ১৮ কার্তিক ১৪৩২ / ০৩ নভেম্বর ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, খুলনা;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কয়রা, খুলনা;
৪. সভাপতি, বেজপাড়া হায়াতুন্নেছা দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-ভান্ডারপোল, কয়রা, খুলনা;
৫. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, বেজপাড়া হায়াতুন্নেছা দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-ভান্ডারপোল, কয়রা, খুলনা;
৬.জনাব মোঃ মাসুম বিল্লাহ (অভিযোগকারী), গ্রাম- বেজপাড়া, ডাকঘর-ভান্ডারপোল, উপজেলা-কয়রা, জেলা-খুলনা;
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. আইন সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৯. অফিস কপি।

৩/১১/২৫

মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmcb.gov.bd

বরাবর,

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড
২নং অরফ্যানেজ রোড, বকশি বাজার,
ঢাকা- ১২১১।

বিষয়ঃ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন বেজপাড়া হায়াতুন্নেচ্ছা দাখিল মাদরাসা (১১৭২২০)-এর দাখিলকৃত **নবগঠিত ম্যানেজিং কমিটি বিধি সম্মত না হওয়ায় অনুমোদন না দেওয়া প্রসঙ্গে।**

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী মোঃ মাসুম বিল্লাহ, আইডি নং- ৩২৮৭৭২৬৬৬৯, পিতা- মোঃ মোবারক ঢালী, গ্রাম- বেজপাড়া, ডাকঘর- ভান্ডারপোল, উপজেলা- কয়রা, জেলা- খুলনা একজন দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সন্তান। উক্ত মাদরাসার দূর্নীতিবাজ সুপার বেআইনীভাবে কিছু লোকের কুপরামর্শে মনগড়াভাবে গোপনে ম্যানেজিং কমিটি গঠণ করেছে। যা অনৈতিক ও মাদরাসা নীতিমালা বহির্ভূত। নিম্নে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

১। সকল ধরণের নির্বাচন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও কোন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

২। শিক্ষক শ্রেণির ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ নাই। সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষকের কোন ভোটার তালিকা প্রকাশ হয় নাই।

৩। দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রেণির কোন ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয় নাই। ভোটার তালিকা শ্রেণি কক্ষে পড়ে শোনানো হয় নাই।

৪। ক্রটিপূর্ণ ভোটার তালিকা দিয়ে পাতানো নির্বাচন করেছেন। ভুলে ভরা ইং- ১৭/০৮/২০২৫ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন। যা ভোটারদের জানতে, বুঝতে দেয়া হয় নাই। উক্ত তারিখে ভোটার তালিকা যথাযথ না করে স্বার্থান্বেষী মাদরাসার সুপার ও কর্তৃপক্ষ অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানষে ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন। উক্ত ভোটার তালিকায় ১৭নং ভোটার মোঃ শাহপরান সানা (ছাত্র- ইউছুপ সানা, ৬ষ্ঠ, গ্রাম- খেওনা) ও ১২৪নং ভোটার মোঃ শাহপরান সানা (ছাত্র- রাজিবুল্লাহ, ৯ম, গ্রাম- খেওনা) একই ব্যক্তি। ১৮ নং ভোটার কবিরুল ইসলাম (ছাত্র- মোঃ তামীম, ৫ম, গ্রাম- ক্ষিরোল) ও ৮২নং ভোটার কবিরুল ইসলাম (ছাত্র- মোঃ তামীম, ৭ম, গ্রাম- ক্ষিরোল) একই ব্যক্তি, ২৫ নং ভোটার মোঃ আজিজুল ইসলাম (ছাত্রী- মোছাঃ আজমিরা খাতুন, ৬ষ্ঠ, গ্রাম- খেওনা) ও ১৩৪ নং ভোটার মোঃ আজিজুল ইসলাম (ছাত্র- মোঃ ইসরাফিল, ৯ম, গ্রাম- খেওনা) একই ব্যক্তি এবং ৫৮ ও ৭২নং ভোটার একই ব্যক্তি। অভিভাবক সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে ০২ বারের অধিক অভিভাবক সদস্য পদে আসতে পারবেন না। বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকা স্বত্তেও ১-৩নং বিবাদী অসৎ উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত নিয়ম-নীতি লংঘন করে এস,এম, আমিরুল ইসলামকে তৃতীয় বার অভিভাবক সদস্য করেছেন। বাদী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী করার জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনা, জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কয়রা, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কয়রা ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের কমিটি গঠণের প্রিজাইডিং অফিসার মোহসিন, একাডেমিক সুপার ভাইজারের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু আবেদন করা স্বত্তেও বিষয়টি আমলে নেয় নাই। তঞ্চকী, যোগাযোগী ও যোগসাজসীভাবে নির্বাচনের সভাপতি পদে যাকে নির্বাচিত করা হয়েছে তিনি একজন মহিলা। যার নাম ফাতিমা খাতুন, স্বামী- ইসমাইল হোসেন। তাছাড়া সভাপতি পদের জন্য ডিগ্রি/ফাজিল পাস থাকা আবশ্যক। তা না হলে তিনি সভাপতি নির্বাচন করতে পারবেন না। অথচ, উক্ত ফাতিমা খাতুন একজন এইচএসসি/সমমান পাস। তা জানা স্বত্তেও মাদরাসার সুপার ও কর্তৃপক্ষ নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফাতিমা খাতুনকে যোগসাজসীর মাধ্যমে ইং- ২৪/০৯/২০২৫ তারিখে সভাপতি নির্বাচন দেখিয়ে ফলাফল প্রকাশ করেছেন। আরো প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ফাতিমা খাতুনের আইডি কার্ড অনুযায়ী এসএসসি সনদে ও এইচএসসি/সমমান সনদে কোন মিল নাই। ফাতিমা খাতুন পেশায় একজন গৃহিনী। এ বিষয়ে উক্ত দরখাস্তকারী বাদী হয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, কয়রা, খুলনায় বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নং- দেঃ ২২৩/২৫, তারিখ- ২৯/০৯/২০২৫ইং।

অতএব, জনাব সমীপে আকুল আবেদন যাতে অত্র বেজপাড়া হায়াতুন্নেচ্ছা দাখিল মাদরাসা, কয়রা, খুলনা-এর নবগঠিত ম্যানেজিং কমিটি বিধিসম্মানভাবে হয় তার বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে একান্ত মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

তারিখ- ৩০/৯/২০২৫ইং

মোঃ মাসুম বিল্লাহ

(মোঃ মাসুম বিল্লাহ)
পিতা- মোঃ মোবারক ঢালী,
গ্রাম- বেজপাড়া, ডাকঘর- ভান্ডারপোল, উপজেলা- কয়রা, জেলা- খুলনা।
মোবাঃ ০১৯২০-৭০১১১০